হরপ্পাবাসীদের ধর্মীয় জীবন

HISTORY HONS CC-I UNIT-II

Nilendu Biswas
Assistant Professor & Head
Dept. of History
Asannagar Madan Mohan Tarkalankar College

হরপ্পাবাসীদের ধর্মীয় জীবনের পরিচয় দাও

নাগরকেন্দ্রিক সভ্যতা হিসাবে পরিচিত সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতার ধর্মীয় জীবন স্বম্পর্কে সেরকম কিছু জানা যায় না । সিন্ধু নগর গুলিতে কোন দেবদেবীর মন্দির পাওয়া যায়নি । অনেক হরপ্পা নগরগুলির বৃহৎ প্রাসাদকে মন্দির বলে মনে করেছেন । কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে বলা হয়, এই মন্দিরগুলি থেকে কোন দেব দেবীর মূর্তি পাওয়া যায় নি । তাই হরপ্পা সংস্কৃতির ধর্ম সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের জ্ঞান মূলত বিভিন্ন শিলমোহর, নারীমুর্তি ও প্রস্তরমূর্তি এবং সিন্ধুবাসীদের বাবহৃত খেলনা, আসবাবপত্রের উপর নির্ভরশীল হতে হয় । আপাতদৃষ্টিতে উপাদান অল্প হলেও তাদের ব্যঞ্জনা কম নয় ।

সিন্ধু উপত্যকায় যে মাতৃমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তা দেবমূর্তির তুলনায় সংখ্যায় অনেক বেশি । এথেকে প্রমাণিত হয় যে সিন্ধুবাসীদের ধর্মবিশ্বাসে মাতৃদেবীর ভূমিকাই ছিল প্রধান । কিছু কিছু মাতৃমূর্তি ব্রোঞ্জ ও তামায় নির্মিত হলেও বেশিরভাগ ছিল পোড়ামাটির তৈরি । প্রতিটি বাড়িতে রাখা হত বলে পোড়ামাটির মূর্তি ব্যাপাক হারে তৈরি হত । মূর্তিগুলি অর্ধনগ্ন, এদের কোমরে আবরণ, গায়ে অলঙ্কার ও মাথায় মুকুট । কোন কোন মূর্তির গায়ে ধোঁয়ার চিহ্ন স্পষ্ট, যা থেকে মনে হয় দেবীর প্রসন্নতার জন্য মূর্তির সামনে প্রদীপ বা ধূপ জ্বালানো হত । একটি শিলমোহরে অঙ্কিত আছে দেবীমূর্তির গর্ভ থেকে একটি চারাগাছ নির্গত হচ্ছে । চারাগাছটির জন্মের মধ্যে দিয়ে দেবীর সৃষ্টিলীলা প্রটিত হয়েছে । সৃষ্টির জনয়িত্রীরূপেই দেবীর আরাধনা করা হত ।

চারাগাছ অঙ্কিত শিলমোহরের অপর পিঠে অঙ্কিত আছে এক নারী ও পুরুষের মূর্তি । নারী উদ্বাহু হয়ে মাটিতে বসে আছে, আর তার সঙ্গী পুরুষটির হাতে ছুরি । এথেকে মনে হয় দেবীর তুষ্টির জন্য বলিদান করা হত । অপর একটি শিমোহরে একটি পিপুল গাছের ছবি আছে । এই গাছটির দুই শাখার মাঝখানে উৎকীর্ণ আছে এক দেবমূর্তি । দেবীরর পাশে এক উপাসক ও একটি ছাগের ছবি আছে । শিলমোহরের নিচের দিকে জনা কয়েক লোককে দেখা যাচ্ছে । এরা যে ছাগ বলি দেখতে এসেছে তা সহজেই বোঝা যায় । পিপুলগাছ আজও আমাদের কাছে অতি পবিত্র এবং ছাগ বলি এখনো আমাদের দেশে প্রচলিত আছে ।

- দেবতাদের মধ্যে প্রধান রূপে পরিচিত পশুপতি শিব কোন শিলমোহরে ত্রিমুখ, আবার কোথাও একমুখ রূপে অঙ্কিত আছে । একটি শিলমোহরে তাকে ধ্যানরত যোগী রূপে দেখানো হয়েছে । তিনি সিংহাসনে, পদ্মাসনে বসে আছেন, নাসাগ্রে তাঁর দৃষ্টি, তিনি ঊর্ধ্বলিঙ্গ, তক্ষরা মাথায় শিঙ ও মুকুট, কোমরে আবরণ । তাঁর চারপাশে হাতি, গন্ডার, বাঘ ও মহিষ রয়েছে । কিন্তু আরও কিছু শিলমোহরে এইরকম দেবতার মূর্তি থাকলেও তাতে কোন পশুর ছবি নেই । তার বদলে আছে ফল, ফুল, পাতা, যেন দেবতার মাথা ভেদ করে উদ্গত হচ্ছে । আবার হরপ্পীয় দেবতার সগে যে সমস্ত পশুর ছবি আছে তাদের মধ্যে বৃষ নেই, যা শিবের অন্যতম বাহন । কিন্তু এখানে বৃষের ছবি না থাকার মানে হয়তো বৃষ হরপ্পীয়দের দেবতার বাহনরূপে পরিচিত ছিল না । এইসব কারণে এই দেবতাকে আদিশিব বলা যেতে পারে ।

সিন্ধু উপত্যকায় এমন কিছু পাথরের জিনিস প্রচুর পরিমানে পাওয়া গেছে, যেগুলি লিঙ্গ ও যোনির আকারের । সম্ভবত এগুলি উপাসনার বস্তু ছিল । লিঙ্গ শিবের প্রতীক হলেও তখন এই ধারনা গড়ে উঠেছিল কিনা তা বলা কঠিন । হয়তো প্রজনন শক্তির প্রতীকরূপে লিঙ্গ ও যোনির পূজা করা হত । পুরুষ ও স্ত্রীর আদর্শের সংযোগে সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বোঝানোর জন্য লিঙ্গ ও যোনির উপাসনার প্রতীক ছিল । যদিও সমালোচকরা বলে থাকেন লিঙ্গ ও যোনির মত দেখতে পাথরের বস্তুগুলি অন্য কিছু হতে পারে । সম্প্রতি কলিবঙ্গানে যোনিপীঠের উপর লিঙ্গ সদৃশ এক পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে । এরফলে লিঙ্গ ও যোনির পূজা প্রচলনের সম্ভবনাই যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ।

- অসংখ্য গাছপালা ও পশুর প্রতিচ্ছবি বিভিন্ন শিলমোহরে অঙ্কিত পাওয়া গেছে । সিন্ধুবাসীরা এইসব গাছপালা ও পশুকে দেবতারূপে পূজা করত । কিছু ক্ষেত্রে গাছপালার চারদিকে বেষ্টনী থাকত, হয়তো গছের পবিত্রতা বা নিরাপত্তার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল । প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কুঁজওয়ালা ষাঁড় । আদিশিবের চারপাশে যেসব পশুর ছবি আছে সেগুলির পূজা করা হত বলে মনে হয় । আবার শিলমোহরে এমন অনেক পশুর ছবি আছে যাদের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই । হয়তো সেযুগে এই ধরনের পশুর অস্তিত্ব ছিল, যা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে । তবে কল্পলোকের বাসিন্দা এইসব পশুও পূজা পেত কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে ।

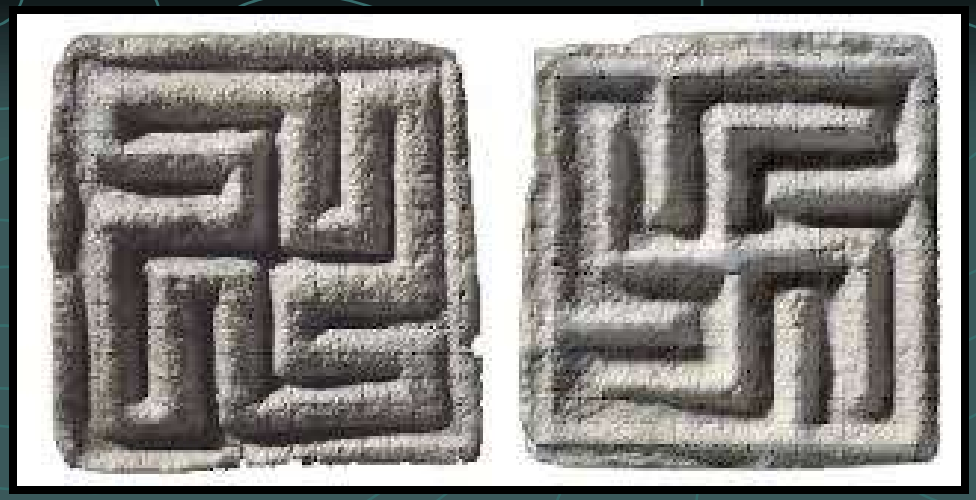

হরপ্পায় ধর্মীয় প্রতীকরূপে স্বস্তিকা চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায় । এছাড়াও মন্ত্রপূত কবচের মত কিছু বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে । এগুলি যদি সত্যিই কবচ হয়ে থাকে তাহলে স্বীকার করতে হবে যে হরপ্পীয়রা ভৌতিক ও অশুভ শক্তিতে বিশ্বাস করতেন । অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য তারা কবচধারন করতেন । অর্থববেদে রোগ ও অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হিসাবে কবচ ধারনের নির্দেশ আছে । হরপ্পীয়দের মধ্যে নদীপূজার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি । তবে স্নান হয়তো তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অঙ্গ ছিল । মহেনজোদাড়োর বৃহদায়তন স্নানাগারটি সম্ভবত ধর্মীয় স্নানের কাজে ব্যবহার করা হত ।

Thank You